



ঈদ উল ফিতর সংখ্যা

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজঃ
হিজরি ১৪৪৪ / ঈসায়ি ২০২৩

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজের
এবারের লেখাগুলো ঈদের উপর।

প্রতিটি লেখা পড়তে ৫ মিনিটের বেশি
সময় লাগবে না।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ বিভিন্ন
বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখার
সংকলন!

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা
সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী



ঈদের আনন্দ

বল (হে মোহাম্মাদ),

যে সব সৌন্দর্য-শোভামন্ডিত বস্তু ও পবিত্র জীবিকা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তা হারাম করলো- উপভোগ করতে নিষেধ করছে ?

বল, সে সব হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য দুনিয়ার জীবনে বিশেষতঃ ক্রিয়ামাতের দিনে। এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।'

- আল-আরাফ / আয়াত ৩২

ইহকালে মানুষের জীবনের যত আনন্দ উৎসব তা উদযাপনের স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে। একজন আল্লাহর বান্দা তার চূড়ান্ত পুরস্কার, জান্নাত, আশা করে থাকেন পরকালে, পাশাপাশি তিনি দুনিয়ার জীবনের আনন্দ উৎসব কখনো অস্বীকার করেন না। ইসলাম কখনো মানুষকে তার হালাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে না, আশাহত করে না। একজন মুসলমান জানে যে কিভাবে সে তার ভারসাম্য টিকিয়ে রেখে আল্লাহর এবাদাত এবং পাশাপাশি দুনিয়ার জীবন উপভোগ করতে পারবে।

আনন্দ উপভোগ করা, সবার সাথে হাসিখুশি থাকা এবং পুলকিত থাকা ঈদের দিনটির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। আর তাই, আলেমগন বা পন্ডিতজনেরা বিবৃতি দিয়েছেন যে ঈদের দিনে হাসিখুশি থাকাটা ধর্মীয় আচার-আচরনের অন্তর্ভুক্ত। রসূল (সাঃ) মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেছেন তাদের ঈদের আনন্দগুলিকে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট করে তুলতে।

কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্য বিষয় যে কেও কেও রসূলের (সাঃ) এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে এই ঈদের আনন্দ উৎসবকে নষ্ট করে দিতে চায়, ঈদের যে উপভোগীয় প্রফুল্লতা রয়েছে সেটার ভাবমূর্তিই নষ্ট করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, বহু আগে বিভিন্ন ধর্মের কিছু তপস্বী ও উপাসকরা ভালো নিয়তে আনন্দ উৎসব কাজগুলি এড়িয়ে চলতেন। সেই ধারাই এখন কিছু ইসলামের ব্যাপারে আন্তরিক লোকজনের উপর ভর করেছে।

ইসলামে আন্তরিক এমন কিছু লোক এখন উম্মাহর ক্রটি ও ট্র্যাজেডির জন্য বিলাপ করে ও হারানো গৌরব নিয়ে শোক প্রকাশের মাধ্যমে ঈদের আনন্দকে ম্লান করতে চায়।

দুঃখ জিয়ে রেখে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে কখনো কি আমরা আমাদের ট্র্যাজেডি শেষ করতে বা মুছে ফেলতে পারবো?

দুঃখ এবং হতাশা কখনই আমাদের ট্র্যাজেডির প্রতিকার হতে পারে না। প্রতিকার এর চেয়ে আরও বেশি দাবি করে। এর জন্য প্রয়োজন গভীর বিশ্লেষণ এবং চিন্তাভাবনার, পাশাপাশি সাহসী আত্ম-সমালোচনা এবং মূল্যায়ন।

আনন্দগুলোকে প্রত্যাখান করা, হাসিগুলিকে নিভিয়ে ফেলা, দুঃখগুলোকে পুষে রাখা বা শোক করে এই জমিনের এক হাতের তালু পরিমান স্বাধীনতাও এনে দিতে পারবে না, একজন ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরাতে পারবে না অথবা সাহায্য চাই বলে চিৎকার করে মরে গেলেও কাণ্ডকে সাহায্য করতে পারা যাবে না।

সব থেকে সুন্দর এবং কার্যকর উপায় হচ্ছে রসূল (সাঃ)এর পথ মেনে চলা আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে এই দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই চাওয়া। যেটা রসূল (সাঃ) নিজেও চাইতেন। তিনি (সাঃ) সব সময় সব ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন এবং হাসিমুখে থাকতেন। আমাদেরও উচিত হবে আমাদের একে অপরকে অর্থাৎ রসূলের (সাঃ) উম্মতদের আশাবাদী রাখা, হাসিখুশি রাখা।

ঈদ হচ্ছে এমন একটি আলক-রশ্মি যেটা অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দেয়, আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের হৃদয়কে হতাশায় ডুবে শ্বাসরোধ হওয়া থেকে টেনে বের করে। সুতরাং আশাকে আমাদের আত্মার মধ্যে জায়গা করে নিতে দিন। ইসলামের জীবনকাল আমাদের চেয়ে অনেক দীর্ঘ; এর দিগন্তগুলি আমাদের দেশগুলির চেয়ে অনেক প্রশস্ত; আমাদের জীবনের বিপর্যয়গুলো এমন নয় যে তা আর বদলানো যাবে না বা বদলাবে না। আমাদেরকে তাড়াহুড়া করা যাবে না বা ধৈর্যহীন হওয়া যাবে না। মহাবিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর যে আইন সেটা মানুষের খেয়ালখুশি বা ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যায় না।

আসুন আমরা আল্লাহর দেয়া উজ্জ্বল দিকটির দিকে তাকাই এবং আল্লাহ আমাদের যে অনুগ্রহ দাণ করেছেন তার প্রশংসা করি। একটা হতাশাগ্রস্ত আত্মা শুধু ভয় পেতে জানে এবং আঁধারে অন্ধ হয়ে যাওয়া কোন প্রাণ আসলে কারো পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে না বা কাণ্ডকে সাহায্য করতে পারে না বদলে যেতে। সর্বোপরি, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন সারাক্ষণ এবং আল্লাহ মহান।

সূত্রঃ Fasting In Islam- Principles and Practices" - Munir El-Kassem / "Do Not Crush the Joy of Eid" - Abdul-Wahhab ibn Nasir At-Turairi "The Holy Qur'an" - Yusuf Ali / "

ভাবানুবাদঃ ফাতিমা বিনতে আযাদ /



যাকাত আল-ফিতর রোজাকে পরিশুদ্ধ করে

প্রিয় রসূল (সাঃ) বলেছেন:

“মনে রেখ! যাকাত আল-ফিতর হচ্ছে ওয়াজিব (দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাধ্যতামূলক এর কাছাকাছি) প্রত্যেক মুসলমান এর উপর, পুরুষ অথবা মহিলা, মুক্ত অথবা অধীনস্থ কেও, প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু।”

-তিরমিযি

ঈদ উপলক্ষে গরীবের ও অভাবীদের জন্য খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রোজা রেখে অহেতুক কথা বা কাজ ও লজ্জাজনক ভুলক্রটি থেকে রোজাকে পরিশুদ্ধ করার লক্ষে রাসূল(সাঃ) যাকাত আল ফিতর কে বাধ্যতামূলক করেছেন।

(আবু দাউদ, ইবন মাজা)

যাকাতের (অথবা যাকাহ) আভিধানিক অর্থ শুদ্ধ হওয়ার একটি প্রক্রিয়া। ফিতর শব্দটা এসেছে ফিতরা শব্দ থেকে এবং এটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন একজনের স্বভাব বা জন্মগত অবস্থান।

যাকাত আল-ফিতর এর অর্থ হচ্ছে একজনের স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা।

ঈদ উপলক্ষে গরীবের ও অভাবীদের জন্য খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রোজা রেখে অহেতুক কথা বা কাজ ও লজ্জাজনক ভুলক্রটি থেকে রোজাকে পরিশুদ্ধ করার লক্ষে রাসূল(সাঃ) যাকাত আল ফিতর কে বাধ্যতামূলক করেছেন। (আবু দাউদ, ইবন মাজা)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান যার ঘরে এক দিনের পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে, তার তরফ থেকে যাকাত আল ফিতর দেওয়া উচিত এবং সেই ব্যক্তির উপর যারা নির্ভরশীল তাদেরকেও যাকাত আল ফিতর দিতে হবে। এমনকি যারা রোজা পালন করেন নাই তাদেরও যাকাত আল-ফিতর সরবরাহ করতে হবে। সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চার পক্ষ হতে তার অভিভাবকদের যাকাত আল ফিতর দিয়ে দিতে হবে এবং যে লোকটি ঈদের রাত্রে অর্থাৎ শেষ রোজার দিবাগত রাত্রিতে ফজরের আগেই যদি মৃত্যু বরন করেন তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির জন্যও ইদুল ফিতর আদায় করতে হবে।

রসূলের (সাঃ) যুগে, যাকাত আল ফিতর দেওয়া হতো শস্যের ওজনের মাপে। প্রতিটি মানুষের জন্য একটি সা। একটি সা হয় ৩.১৫ কেজি অথবা ৬.৯৪ পাউন্ড। মুসলিম ফকীহগণ একমত যে যাকাত-আল-ফিতরকে ধান, গম, মসুর, কর্ন এবং শুকনো পনির সহ শস্য.১৫ কেজি / ৯.৯৪ পাউন্ড শস্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

রসূল (সাঃ) বলেছেন, যেই যাকাত আল ফিতর ঈদের নামাজের আগেই পরিশোধ করবে, সেটা আল্লাহর কাছে যাকাত হিসেবে গন্য হবে। যে কেও যাকাত আল ইদুল ঈদের নামাজের পরে বিতরণ করবে, সেটা হবে শুধুমাত্র একটা দান।” সাহাবীগন (রাঃ) ঈদের কিছুদিন আগেই যাকাত আল ফিতর এর কাজটি সেরে ফেলতেন। [বুখারি]

যাকাত আল ফিতর যত জলদি সম্ভব দিয়ে দেওয়া উচিত যাতে এটা দরিদ্র এবং অভাবী মানুষের হাতে ঈদের আগেই পৌঁছে যায়। তাহলে তারা খাবার বা কাপড়ের প্রয়োজন মিটাতে পারবে এবং ইদুল ফিতরের আনন্দটা উপভোগ করতে পারবে।

যাকাত আল ফিতর সরাসরি অভাবগ্রস্থ এবং দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। আবার আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকেও যাকাত আল ফিতর টা দিতে পারি যদি তারা ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সেটি যথাযথ জায়গায় বিতরণ করে। শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিলেই দায়মুক্ত হওয়া যায় না, আর সে জন্যই আমাদের এটাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি কি ইসলামের হুকুম অনুযায়ী নিয়ম মেনে যাকাত আল ফিতর বিতরণ করলো কিনা!

সূত্রঃ "Zakat Al-Fitr is Wajib" - Ali Siddiqui / ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

নবী জীবনের আলো

হাদিসের আলোকে নবীজির ঈদ

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন:

ঈদ-উল-ফিতর' এর দিনে আল্লাহর রসূল (সাঃ) কিছু মুখে না দিয়ে অর্থাৎ কিছু খেজুর না খেয়ে কখনো ঘর থেকে নামাজের জন্য রওয়ানা হতেন না। আনাস আরো বলেনঃ রসূল (সাঃ) বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।

আবু সাইদ আল খুদরী বর্ণনা করেছেন:

রসূল (সাঃ) ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহাতে ঈদের মাঠে যেতেন; প্রথমেই তিনি সালাহ আদায় করতেন, তারপর তিনি সকল জনগণের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াতেন এবং জনগন সবাই সারি ধরে যার যার জায়গায় বসে পড়তেন। তখন তিনি তার জনগনদের কাছে প্রচার করতেন, উপদেশ দিতেন এবং আদেশ দিতেন (খুতবাহ)। এবং এর পরে যদি তিনি (সাঃ) কোন অভিযানের জন্য কোন সেনা পাঠাতে চাইতেন তাহলে তা পাঠিয়ে দিতেন; অথবা তিনি যদি কাণ্ডকে কোন নির্দেশ দিতে চাইতেন তবে তা দিতেন; এ সব শেষে তিনি ঈদের মাঠ ছেড়ে আসতেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন:

ঈদের দিন রসূল (সাঃ) এক পথ ধরে ঈদের মাঠে যেতেন কিন্তু নামাজ শেষ করে ভিন্ন একটা পথ ধরে বাড়ি ফিরতেন।

আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন:

আল্লাহর বার্তাবাহক (সাঃ) আমার বাড়িতে এসে দেখলেন- দুটি মেয়ে আমার পাশে বসে গান গাচ্ছে বুয়াখের ঘটনা নিয়ে (ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আনসারদের দুটি গোত্র, খাজরাজ এবং আউশ গোত্রের যুদ্ধ নিয়ে যে ঘটনা, ঐ ঘটনা নিয়ে বাঁধা হয়েছিল গান)। এই দেখে রসূল (সাঃ) শুয়ে পড়লেন এবং অন্যদিকে মুখ করে ঘুরে শুইলেন। এমন অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আসলেন এবং আমাকে ককর্শ ভাষায় বললেন, "নবীর (সাঃ) কাছে শয়তানের এই গানের বাদ্যযন্ত্র?"

আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁর মুখ আবু বকর (রাঃ) এর দিকে ঘোরালেন এবং বললেন- ছেড়ে দিন ওদের। যখন আবু বকর (রাঃ) অন্যমনস্ক হলেন, তখন আমি ঐ দুটি মেয়েকে ইশারায় ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বললাম এবং তারা চলে গেল।

এটা ঈদের দিন ছিলো, এবং কৃষ্ণাঙ্গরা ঢাল এবং বর্শা নিয়ে খেলছিল; এ সময় হয় আমি রসূল (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করে ছিলাম, আর তা না হলে রসূল (সাঃ) এর আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি কি খেলাটি দেখতে চাই কিনা। আমি ইতিবাচক জবাব দিলাম।

তারপর, রসূল (সাঃ) আমাকে তাঁর (সাঃ) পিছনে দাড়া করালেন, এবং আমার গালের সাথে রসূল (সাঃ) এর গাল স্পর্শ করছিলো, এবং তিনি (সাঃ) বলছিলেন, "চালিয়ে যাও! ও বানি আরফিডা," যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ক্লান্ত হয়েছিলাম।

রসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সন্তুষ্ট? (মন ভরেছে তো)?"

আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম, রসূল (সাঃ) বললেনঃ চলো তাহলে যাই।

সূত্রঃ "The Two Festivals" - Al-Bukhari, Book 15 / ভাবানুবাদঃ ফাতিমা বিনতে আযাদ



ঈদুল ফিতরের চেকলিস্ট!

ঈদের দিন, কিছু সুন্নত কাজ আছে যা আমাদের করা উচিত। আসুন দেখে নেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে কি কি করতেন।

- **খুব ভোরে উঠুন।** ফজর থেকে সালাতের ইকামা না হওয়া পর্যন্ত তাকবীরে (আল্লাহু আকবার বলতে) ব্যস্ত থাকুন। তাকবীর পুরুষ, মহিলা, যুবক ও বৃদ্ধ সবার জন্য সুপারিশ করা হয়।
- **গোসল করুন।** দাঁত পরিষ্কার করুন।
- **আপনার সব চেয়ে সুন্দর পোশাক** পরুন। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোত্তম পরিষ্কার পোশাকে ঈদের জামাতে উপস্থিত হোন। আতর দিন।
- **বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে কিছু খান।** যেমন মিষ্টি খেজুর।
- **খুব তাড়াতাড়ি ঈদের জামাতে যান।** (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায কেন্দ্রীয় কোন স্থানে আদায় করতেন, (কোন বৈধ অজুহাত ছাড়া এলাকার মসজিদে নামায পড়া ঠিক নয়।)
- নবী এক পথ দিয়ে ঈদের নামাযের স্থানে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে ঈদ করতে যেতেন। তিনি ঈদের নামাজের স্থানে যাওয়ার পথে ধীরে ধীরে নিম্নোক্ত শব্দগুলি উচ্চারণ করতেন: "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" (অনুবাদ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্য।)
- **নবী ঈদের দিন আগে যাকাতুল ফিতর দিতেন।** আপনি যদি তা না করে থাকেন ঈদের আগে দিন। ঈদের ঠিক আগে দান করা ঠিক কিন্তু 'যাকাতুল ফিতর'- এর চেতনা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এটি অগ্রিম দেওয়া উচিত যাতে দরিদ্ররা তাদের ঈদ উপভোগ করতে পারে।
- **সাক্ষাত ও শুভেচ্ছা বিনিময়:** পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করুন। হাসি মুখে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। একে অপরের সঙ্গে হাত মেলান, বুক মেলান। ঈদের দিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে রোজা ও রমজানের ভালো কাজগুলো কবুলের জন্য একে অপরের জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। সাক্ষাতের সময় বলুন-'তাক্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম সালিহাল আ' মাল' অর্থ : 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও আপনাদের ভাল কাজগুলো কবুল করুন।'
- **উপহার বিনিময়:** একে অপরের সাথে দেখা করা এবং উপহার বিনিময় করা একটি ভাল ইসলামিক কাজ হিসাবে বিবেচিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য উপহার বিনিময় করুন।
- **উদারতা দেখান:** মনে রাখবেন ঈদের প্রকৃত চেতনা দরিদ্র ও দরিদ্রদের প্রতি আমাদের চরম উদারতায় প্রতিফলিত হওয়া। সুতরাং, যতটা সম্ভব দানশীল হোন।

আল্লাহর কাছে বেশী বেশী ক্ষমা চান এবং প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ আমাদের রমজানের রোজা, এবাদত এবং দান খয়রাত কবুল করেন এবং তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে গৌরব ও সাফল্য দান করেন।

সূত্রঃ What to Do on the Day of Eid" - Ahmad Kutty / "How Tos of Eid Day" - SoundVision.com

ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী



ঈদের দিনে শোক

ঈদের দিনটি হচ্ছে আনন্দ এবং উৎসবের। কিন্তু বাস্তবে এই আনন্দ দিনও অনেকের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। বাস্তবে অনেকে এই উৎসবটা করতে পারে না, কারণ ঈদ এলেই তার মনে পড়ে যায় পরিবারের কোন মৃত সদস্যদের কথা। মৃত আপন জনের স্মৃতি মনে করে সে দুঃখে ডুবে থাকে ঈদের দিনটিতেও। এ ধরণের দুঃখ আসলে উপেক্ষা করা যায় না সেটা যার ক্ষেত্রেই হোক আপনার বা অন্য কারো।

ঈদের দিনে আমরা দুঃখ না করে দুয়া করতে পারি আমাদের মৃত আপনজন বা আমাদের নিজেদের জন্য।

একবার সালমাহ গোত্র থেকে একটি লোক রসূল (সাঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেনঃ ও আল্লাহর রাসূল, আমার মৃত বাবা মা'র কি আমার উপর হুক আছে? রসূল (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ আছে। আপনার অবশ্যই আল্লাহর কাছে দুয়া করা উচিত- আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর রহমত পাঠাতে থাকেন। আপনার বাবা-মা যদি কারো কাছে কোন ওয়াদা করেন বেচে থাকতে তাহলে আপনি সেটা পূরন করে দাও। আপনার বাবা-মায়ের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল এবং তাদের যারা বন্ধু ছিলেন, তাদের সম্মান করো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ভালো স্মৃতি লালন করুন।

মৃত ব্যক্তিটি যদি আমাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু হয় তাহলে আমরা সেই মৃত আত্মীয়ের কোন জানা পরিচিত কাণ্ডকে আমার বাড়িতে দাওয়াত দিতে পারি। খাবার শেষে যখন বিদায় নিবে তখন খুব সুন্দর করে নিজের হাতে বানানো একটা ঈদের কার্ডও দিয়ে দিতে পারি। এভাবে করেই আপনি আপনার প্রিয় মৃত ব্যক্তির জন্য দুঃখ না করে আনন্দ করতে পারেন।

পরিস্থিতি পালটে দিন, আসছে এই ঈদে যদি এমন কেও থেকে থাকে আপনার পরিচিত, যে তার কোন মৃত আপনজনের জন্য দুঃখ করছে তাহলে তাকে আপনি আপনার বাসায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা চালান।

প্রিয়জন বিদায়ের পরে এটা যদি হয় কারো জন্য প্রথম ঈদ, তাহলে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি তাদের আপনার বাসায় অনেক আত্মীয়ের মধ্যে দাওয়াত না দিয়ে আলাদা দাওয়াত দিতে পারেন, যেন আপনার মেহমান আপনার সাথে তার সদ্য চলে যাওয়া মানুষটিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে পারে।

একা থাকা এড়িয়ে চলুন

ব্যক্তিগত দুঃখ হতাশা কেবলমাত্র মৃত আপনজনকে যে ঘিরে সেটা সবসময় সত্য্য নয়, এই দুঃখ নানা-কারণে হতে পারে, পারিবারিক কোন ঝামেলা থেকেও হতে পারে। যেমন ধরুন চাকুরি নাই, পড়ালেখায় ভালো করতে পারছি না, একই ক্লাসে দু'বছর ধরে থেকে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঈদের দিনে সবার সাথে মিলেমিশে থাকাটা খুবই জরুরি।

এসব ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে নিজেকে আলাদা রাখা এবং অন্যকেও আলাদা থাকা থেকে সাহায্য করতে পারেন সেটা হচ্ছে, আপনি এ ধরনের কাণ্ডকে আপনার বাসায় ঈদে দাওয়াত দিতে পারেন এবং আপনি অন্য কোনদিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র আপনার মেহমানকে নিয়ে সময় কাটালেন। পুরো সময়টা জুড়ে তাকে কিছু দুয়া বললেন অর্থসহ এবং আরাম করে তারমত করে বসে বা শুয়ে কাটাতে দিলেন যেন সে তার আয়েশের জায়গাটা খুঁজে পায়, আপনার সাথে মিশে যেতে পারে।

আসছে ঈদে যদি আপনার এমন কেও থেকে থাকে বা আপনার মধ্যেও এমন একাকীত্ব ভর করে তাহলে আপনি এ ধরনের চেষ্টাগুলো করে নিজেকে বা অন্য কাণ্ডকে হতাশামুক্ত করতে পারেন অথবা আশাহত যে ভারি জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে বছরের পর বছর সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা চালাতে পারেন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমরা যেন ঈদের এই আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

সূত্র: "Dealing with grief on Eid" SoundVision.com / ভাবানুবাদঃ ফাতিমা বিনতে আযাদ



‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।
 - ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।
 - এর মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সূত্রগুলোর সাথে।
- ‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইতিপূর্বে পাঠানো পর্বগুলো পেতে আমাদের ওয়েব-পেজে যান।

<https://sundorjibon.net/>

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং “পাঁচ মিনিটের পড়া” ই-মেইল গ্রুপে ‘সাইন-আপ’ করতে উৎসাহিত করুন।

‘সাইন-আপ’ ফরমের লিংকঃ

<https://conta.cc/3L8sV0k>